৩. লোভের শাস্তি

সুখলতা রা

পড়ুয়ারা পাঠটি শুনে এবং পড়ে নিজের ভাষায় সেটা লিখতে পারবে এবং পড়ে শোনাতে পারবে, সেই বিষয়ে 'কেন' এবং 'কী করে' প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

এখন যে গল্পটি পড়বে সেটি একটি উপকথা বা রূপকথা। রাক্ষস, খোক্কস, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি, পক্ষীরাজ ঘোড়া, কথা-বলা-মাছ—এইসব নিয়ে রূপকথার গল্পে যে-সব ঘটনার কথা থাকে তা সত্যি সত্যি ঘটে না। ইংরেজিতে এদের বলে Fairy Tales। তবে, সেইসব অসম্ভব ঘটনার মধ্য দিয়ে যে কথাটি বলা হয়, তা কিন্তু ঘটে বা ঘটতে পারে।

একটি ভাঙা কুঁড়ে ঘরে এক জেলে আর এক জেলেনি থাকে। জেলে রোজ জাল নিয়ে মাছ ধরতে যায়। একদিন সে জলে জাল ফেলে বসে আছে। থাকতে থাকতে হঠাৎ জালটা ভয়ানক নড়ে উঠল, দড়ি -টড়ি সব ছিঁড়ে গেল, আর কীসে যেন জালটাকে টেনে নিয়ে চলল সমুদ্রের দিকে। জেলে তাড়াতাড়ি ছুটে জাল ওঠাতে গিয়ে দেখে, সেটা এমনই ভারী যে তাকে টেনে তুলতেই পারে না। অনেক কষ্টে জাল ডাঙায় তুলে দেখল তাতে প্রকাণ্ড এক বোয়াল মাছ পড়েছে। সেই মাছটা জেলেকে মিনতি করে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও। আমি মাছ নই, এক রাজার ছেলে। ডাইনিতে জাদু করে আমায় মাছ বানিয়ে দিয়েছে। তুমি আমাকে মেরে কী করবে? আমাকে খেতে একটুও ভালো লাগবে না।'

মাছ কথা বলছে দেখে জেলে বেজায় থতমত খেয়ে, তাড়াতাড়ি তাকে জলে ফেলে দিল। বাড়ি আসতেই জেলেনি জেলেকে জিজ্ঞাসা করল, 'কই আজ বুঝি মাছ-টাছ ধরতে পারনি?'

জেলে বলল, 'একটা মস্ত বোয়াল মাছ ধরেছিলাম। কিন্তু সে কথা বলতে পারে। সে নাকি মাছ নয়, এক রাজার ছেলে। ডাইনিতে জাদু করেছে। তাই তাকে ছেড়ে দিয়েছি।'

জেলেনি বলল, 'তার কাছে কিছু চাইলে না?'

'চাইব আবার কী?' বলল জেলে।

'কী বোকা তুমি। সে এক রাজার ছেলে, তাকে তুমি ছেড়ে দিয়েছ। তার কাছে কিছু চাইলে সে নিশ্চয় দিত। যাও, আবার যাও। গিয়ে তাকে বল আমাদের এই ভাঙা ঘরটাকে নতুন করে দিতে।'

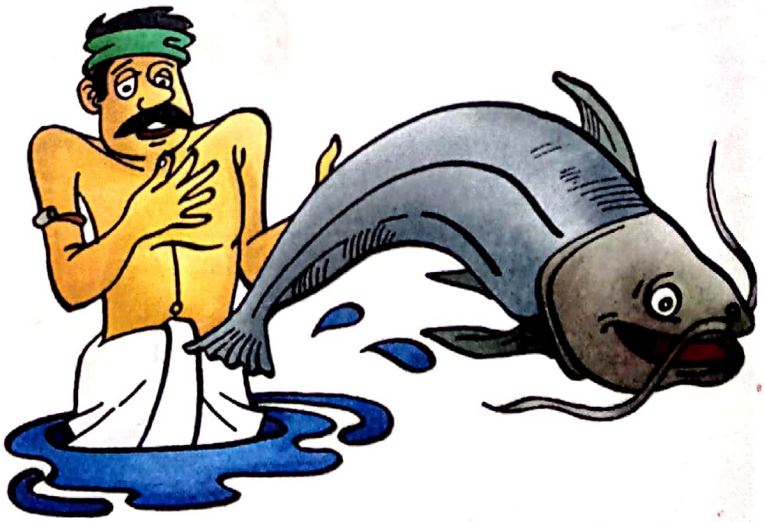

জেলে আপত্তি করল, 'না, আমার ভয়

Scanned with CamScanner

করে। আর, তাছাড়া তাকে কোথায় পাব?'

'কেন, জলের ধারে গিয়ে ডাকবে। আর যদি চাইতে ভয় করে তবে বলবে যে আমি চেয়েছি।'

জেলে কিছুতেই যেতে চায় না, জেলেনিও ছাড়বে না। শেষে জেলেকে যেতেই হল।

সমুদ্রের ধারে গিয়ে জেলে ডাকল, 'বোয়াল মাছ, বোয়াল মাছ!'

'কী?' বলে সেই মাছটা অমনি জল থেকে মাথা বের করল।

জেলে ভয়ে ভয়ে বলল, 'জেলেনি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। সে চায় যে তুমি আমাদের ভাঙা ঘরখানিকে নতুন করে দাও।'

'আচ্ছা, তাই হবে।' বলে মাছ টুপ করে ডুবে গেল।

বাড়ি এসে জেলে দেখে, সত্যি সত্যি তার সে ভাঙা ঘর আর নেই। তার জায়গায় সুন্দর নতুন একখানি ঘর হয়েছে।

আর জেলেনি দরজায় দাঁড়িয়ে।

সে আসতেই জেলেনি বলল, 'দেখতো, আমার বুদ্ধিতে কেমন হয়েছে!'

দিন পনেরো বেশ কেটে যায়। তারপর একদিন জেলেনি জেলেকে বলে, 'এ বাড়িটা বড্ড ছোটো, আর এর খড়ের চাল, ভালো বাগানও নেই। তুমি আবার মাছের কাছে যাও। সে আমাদের একটা মস্ত কোঠাবাড়ি করে দিক।'

কিন্তু জেলের ইচ্ছে নেই, সে বলে, 'এখানে ত আমরা বেশ আছি। আবার চেয়ে কী হবে?'

জেলেনি সে কথা শুনল না, তাকে জোর করে পাঠাল। তাই জেলে আবার সমুদ্রের ধারে গিয়ে ডাকল, 'বোয়াল মাছ, বোয়াল মাছ, জেলেনি কী চায় শোন।'

আবার সেই মাছ এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কী চায়?'

জেলে বলল, 'মস্ত বড়ো কোঠাবাড়ি।'

মাছ বলল, 'আচ্ছা তাই হবে।'

বাড়ি ফিরে এসে জেলে দেখে, কুঁড়ে ঘর হয়ে গেছে মস্ত দালান, আর তার চারদিকে কেমন সুন্দর বাগান। জেলেনি বলতে বলতে ছুটে এল, 'ভাগ্যিস আমি জিদ করেছিলাম।'

এমনি করে কিছুদিন যায়। আবার জেলেনি বলে, 'এ বাড়িখানা খুবই সুন্দর। কিন্তু আহা, যদি আমি রানি হতে পারতাম কী ভালোটাই না হত? তুমি আবার মাছের কাছে যাও।'

'এ ভারি অন্যায়! আমরা ত খুব সুখেই আছি। আবার চাওয়া কেন? শেষে মাছ রাগ করবে।'

Scanned with CamScanner

জেলেনি তবু বলে, 'কী আপদ! একবার গিয়েই দেখ না।'

কিন্তু জেলে এবার কিছুতেই যেতে রাজি হয় না। জেলেনি তার সঙ্গে অনেক ঝগড়া করে শেষে বলে, 'তুমি না যাও, আমি নিজেই যাব।'

কাজেই জেলে আর কী করে, আবার সমুদ্রের ধারে গিয়ে মাছকে ডাকল, 'বোয়াল মাছ, বোয়াল মাছ, জেলেনি কী চায় শোন।'

'কী চায়?' মাছ জিজ্ঞাসা করল।

জেলে ভয়ে ভয়ে বলল, 'রানি হতে চায়।'

'তবে রানিই হবে।' বলে মাছ চলে গেল।

অমনি জেলের ছোটো দালান প্রকাণ্ড বড়ো রাজার বাড়ি হয়ে গেল। চারদিকে লোকজন। প্রকাণ্ড লোহার ফটকের কাছে তলোয়ার খুলে দাঁড়িয়ে আছে সিপাই। জেলে যেতেই সকলে তাকে সেলাম করে 'জয় মহারাজ, আসুন মহারাজ' বলে নিয়ে গেল ভিতরে। সেখানে মস্ত সভা জমেছে। কত বড়ো বড়ো লোক বসে আছে। তাদের সোনালি পোশাক ঝক্‌মক্ করছে। মাঝখানে উঁচু বেদিতে সোনার সিংহাসনে জেলেনি বসে আছে। তার চারপাশে নানা রঙের পোশাকে সেজে সখীরা সব দাঁড়িয়ে। সিংহাসনের উপর সোনারঙ চাঁদোয়াতে মুক্তার ঝালর। আর সভার চারদিকে কতই রঙ-বেরঙের রেশমি কাপড়, জরির ঝালর, ঝাড়লণ্ঠন সব ঝক্‌ঝক্ করছে। জেলে জেলেনিকে বলল, 'এখন সন্তুষ্ট হয়েছ ত? এর চেয়ে আর কী বেশি হতে পারে!'

কিন্তু যার লোভ বেশি, সে কিছুতেই সুখী হয় না। যত পায়, আরও তত চায়। রানি হয়ে জেলেনি সুখী হল না। সে পৃথিবীর রানি হয়েছে, চাঁদ সূর্যের রানি হয়ে দেখেনি। এখন সে আকাশের রানি হতে চায়। সে জেলেকে আবার মাছের কাছে যাবার জন্য ধরল।

জেলে বলল, 'দেখ, বেশি বাড়াবাড়ি ভালো না। আমি যাচ্ছি, কিন্তু যদি কিছু মন্দ হয়, শেষে আমাকে দোষ দিতে পারবে না।' জেলে আবার সমুদ্রের ধারে গিয়ে মাছকে ডাকল, 'বোয়াল মাছ, বোয়াল মাছ।'

'আবার কেন?' মাছ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

জেলে বলল, 'জেলেনি এবার চাঁদ সূর্যের রানি, আকাশের রানি হবে।'

তা শুনে মাছ বলল, 'তবে আবার সে তার সেই ভাঙা কুঁড়েতেই ফিরে যাক।'

জেনে রাখ

অল্প কথায়/যিনি লিখেছেন: সুখলতা রাও। জন্ম ৬ অক্টোবর, ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ, কলকাতায়। বাবা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। ইংরেজি ও বাংলা মিলিয়ে ২০ খানা বই লিখেছেন। ছবিও আঁকতে পারতেন। কয়েকটি বইয়ের নাম: লালিভুলির দেশে, নানা দেশের রূপকথা, গল্প আর গল্প, নিজে পড়, নিজে লেখ প্রভৃতি। ১৯৬৯ সালের ৯ জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়। এই লেখাটি তাঁর গল্প আর গল্প নামের বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

Scanned with CamScanner

কীরকম অসম্ভব সব ঘটনার কথা লেখা আছে পড়লে তো! ডাইনি মানুষকে মাছ করে দিচ্ছে, মাছ কথা বলছে, তার ইচ্ছেয় ভাঙা ঘর নতুন হচ্ছে, পাকাবাড়ি রাজবাড়ি হচ্ছে, জেলে জেলেনি রাজা-রানি হয়ে যাচ্ছে। সত্যি সত্যি এরকম তো হতে পারে না। তবে এইসব অসম্ভব ঘটনার ভিতর দিয়ে যে কথাটি বলা হয়েছে— তা কিন্তু হয়, বা হতে পারে। কী সেই কথাটি?

— যার লোভ বেশি সে কিছুতেই সুখী হয় না। অতএব বেশি লোভ করা ভালো নয়।

শব্দের অর্থ

কুঁড়ে—খড় বা পাতার ছাউনি দেওয়া ছোটো ঘর

জেলে—যে মাছ ধরে

জেলেনি—জেলের বৌ

ডাইনি—ডাকিনী বা পিশাচী

জাদু—ভোজবাজি

কোঠাবাড়ি—পাকাবাড়ি

চাঁদোয়া—শামিয়ানা

রেশমি কাপড়—রেশমের তৈরি কাপড়। রেশমকে ইংরেজিতে বলে silk

ঝাড়লণ্ঠন—অনেকগুলো কাচ বসিয়ে তৈরি বাতিদান

সন্তুষ্ট—খুশি

জাল—সুতোয় বোনা মাছ ধরার ফাঁদ

বাক্যের ব্যাখ্যা

'সে নাকি মাছ নয়, এক রাজার ছেলে, ডাইনিতে জাদু করেছে।'—এক ডাইনি মন্ত্র পড়ে এক রাজার ছেলেকে বোয়াল মাছ বানিয়ে দিয়েছে।

'দেখ ত, আমার বুদ্ধিতে কেমন হয়েছে!'—আমার কথা শুনে মাছের কাছে আবার গেলে বলেই তো আমাদের ভাঙা কুঁড়েঘরের জায়গায় নতুন ঘর হয়েছে।

'কিন্তু যার লোভ বেশি, সে কিছুতেই সুখী হয় না। যত পায়, আরও তত চায়।'—যার লোভ বেশি সে আরও চাই আরও চাই বলে কেবল চাইতেই থাকে। অনেক পাবার পরেও তার চাওয়ার শেষ হয় না। তার কেবলই মনে হয়, 'এটা' তো পেলাম কিন্তু 'ওটা' তো পেলাম না। তাই সে আবার চায়। ফলে সে কখনো সুখী হতে পারে না।

কতটা শেখা হল

১. মুখে মুখে বল:

ক) জেলে মোট কতবার বোয়াল মাছের কাছে গিয়েছে?

খ) কোনবার সে কী চেয়েছে?

গ) ভাঙা ঘরের বদলে কুঁড়ে ঘর পেয়ে জেলেনি খুশি হল না কেন?

ঘ) রাজা হবার পর জেলেকে সবাই কী বলে সেলাম করল?

ঙ) যার লোভ বেশি সে কি কখনো সুখী হয়?

চ) বেশি লোভ করলে কী হয়?

২. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন:

ক) 'আমাকে ছেড়ে দাও। আমি মাছ নই।'— কে বলছে? কাকে বলছে? বক্তা বলছে সে মাছ নয়, তাহলে সে কী?

খ) 'কী বোকা তুমি! সে এক রাজার ছেলে, তাকে তুমি ছেড়ে দিয়েছ।'— কে, কাকে বোকা বলছে? রাজার ছেলে কে? তাকে ছেড়ে দেওয়া বোকামি হয়েছে কেন?

Scanned with CamScanner

২. উপদেশ

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

পড়ুয়ারা যতিচিহ্ন চিনে সেইমতো কবিতা পাঠ করতে পারবে। কবিতার সারমর্ম বুঝে তার সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর বলতে এবং লিখতে পারবে।

১.

চেষ্টা কোনো নাই কো যাদের,
কাজ করে না খেটে,
ধন, মান, রাজ্য — ভাবে
আপনি আসে হেঁটে।
কাজটা জানে বিপদ ভারি। ঘুমটা ভাবে সুখ।
সেই কুঁড়েরা কক্ষণো না দেখে সুখের মুখ।

২.

ঝগড়াঝাঁটি করে যারা, নেই কো তাদের হিত,
এক করতে আর হয়, আর ঘটে বিপরীত।
রেগে যারা কাজটি নাশে খিটমিটিয়ে দাঁত,
শেষে তাদের ভাবতে হয় মাথায় দিয়ে হাত।
পেয়ে ধন হারায় যারা
ঝগড়া-লড়াই করে,
ছাইপাঁশ আর ধূলাবালি
থাকে তাদের তরে।
কুঁড়ে আর কুঁদুলে করে আপন সর্বনাশ,
ভাগ্য কখন ওদের ঘরে করেন না কো বাস।

Scanned with CamScanner

জেনে রাখ

সংক্ষেপে/কবির কথা : দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার। জন্ম ১৮৭৭ সাল। বাংলাসাহিত্যে তিনি রূপকথার লেখক হিসেবে বিখ্যাত। তাঁর লেখা কয়েকটি বই : ঠাকুমার ঝুলি, দাদামশায়ের থলে, চাক ও হাক, লাট্টু বয়, ফাট্টু বয়, উৎপল ও রবি ইত্যাদি। ১৯৫৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। এই কবিতাটি কিশোর কবিতা সঞ্চয়ন নামের বই থেকে নেওয়া হয়েছে

সংক্ষেপে/কবিতার কথা : কেউ কেউ ভাবে, কাজকর্ম না করে পড়ে পড়ে ঘুমোলেই ধন, মান, রাজ্য সব আপনা থেকেই গুটিগুটি হেঁটে তার কাছে চলে আসবে। কিন্তু এরা জানে না অকর্মারা কখনো সুখের মুখ দেখতে পায় না। আর একদল লোক আছে যারা কেবল ঝগড়া-বিবাদ করে কাজটাই পণ্ড করে। যারা অলস, যারা ঝগড়াটে তারা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ করে। ভাগ্য কখনো তাদের সঙ্গে থাকে না। একটি স্তবক বাদ দিয়ে।

ইংরেজিতে যাকে বলে paragraph বাংলায় তা 'অনুচ্ছেদ'। আর ইংরেজিতে যা stanza, বাংলায় তাকে বলে 'স্তবক'। গদ্যের বেলায় লিখবে 'অনুচ্ছেদ' আর পদ্যের বেলায় 'স্তবক'।

শব্দের অর্থ

কুঁড়ে—অলস

হিত—মঙ্গল

নাশে—নষ্ট করে

ছাইপাঁশ—ছাইয়ের মতো তুচ্ছ জিনিস

ধন মান রাজ্য—টাকাপয়সা, মানসম্মান, ঘরবাড়ি অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্য যা যা দরকার

কুঁদুলে—ঝগড়াটে

কুঁড়ে আর কুঁদুলের কথা

কুঁড়েরা :

চেষ্টা করে না

খাটে না

কাজ ভয় পায়

ঘুম ভালোবাসে

সুখ পায় না

নিজের সর্বনাশ করে,

কুঁদুলেরা :

ঝগড়া করে

রেগে যায়

কাজ নষ্ট করে

পাওয়া ধন হারায়

ছাইপাঁশ পায়

ভাগ্যের সাহায্য পায় না

বাক্যের ব্যাখ্যা

'এক করতে আর হয়, আর ঘটে বিপরীত।'— রাগের মাথায় কোনো কাজই ঠিকমতো করা যায় না। একটা করতে

Scanned with CamScanner

BENGALI

CLASS IV

লোভের শাস্তি (গদ্য)

বাক্য রচনা:—

ভাঙা, ভয়ানক, তাড়াতাড়ি, প্রকাণ্ড, জাদু, কোঠাবাড়ি, সুন্দর, অন্যায়, রাগ, রানি, সিপাই, সভা, সিংহাসন, রেশমি, ঝাড়লণ্ঠন, সন্তুষ্ট, সুখী, পৃথিবী, বড়বাড়ি

বিপরীত শব্দ:- ভাঙা, তাড়াতাড়ি, ভারী, প্রকাণ্ড, বোকা, ভয়, সুন্দর, অন্যায়, রানি;

লিঙ্গ পরিবর্তন- জেলে, রানি, ছেলে, সুন্দর.

প্রশ্ন ও উত্তর:-

প্র: ১। জেলে মোট কতবার বোয়াল মাছের কাছে গিয়েছিল? প্র: ২। রাজকুমারকে বোয়াল মাছ কে বানিয়ে দিয়েছে? প্র: ৩। জেলেনি প্রথম বার কি চেয়েছিল? প্র: ৪। ২য় বার কী চেয়েছিল? প্র: ৫। ৩য় বার কী চেয়েছিল? প্র: ৬। শেষবার কী হয়েছিল? প্র: ৭। জেলেনির লোভ দেখে বোয়াল মাছ কী করেছিল? প্র: ৮। "উঠানেতে জড়ো করে---- এসো না সকলে" এই উক্তিটি কোন গল্পের অংশ? কার লেখা? কে কাকে এই কথাগুলি বলেছিল? তাকে কী মা বানিয়ে দিয়েছিল? প্র ৯। "কী বোকা তুমি ... ছেড়ে দিয়েছ" — কে কাকে এই কথা বলেছে?

কেন বলেছে? তারপর বক্তা কী করেছিল?
প্র: ১০| "আমি যাচ্ছি - - - দোষ দিতে পারবে না।"
কে কাকে এই কথা বলেছিল? কেন এই কথা বলেছিল? বক্তা কোথায় যাবার কথা বলেছিল? সেখানে যাবার পর কী হয়েছিল?

—

উপদেশ

১। ক) বাক্য রচনা:— চেষ্টা, কাড়ে, বিপদ, সুস্থ, কুঁড়ে, বিপরীত, ঝগড়া, ধুলোবালি, সর্বনাশ, ভাগ্য।

খ) বিপরীত শব্দ:— সুস্থ, কুঁড়ে, শেষে, ঝগড়া।

গ) প্রশ্ন ও উত্তর: —

প্র: ১| কারা কখনো সুখের মুখ দেখে

প্র: ২| যারা ঝগড়াঝাঁটি করে তাদের কী হয়?

প্র: ৩| মাথায় হাত দিয়ে কারা ভাববে?

Page No :
Date :

প্রঃ৪/ মারা ঝগড়া লড়াই করে তাদের জন্য কী থাকে?

বিঃ দ্রঃ → এ সমস্ত শব্দের নীচে দাগ দেওয়া গেছুলি বানান শেখার জন্য।

Scanned with CamScanner